SHARBORI GHOSH
3RD SEM HONS

2004 July 24 SATURDAY

* পরামর্শ কাকে বলে?

সাধারণত: পরামর্শ শব্দের দ্বারা যে কোন জ্ঞান বোঝায়। কিন্তু যে কোন জ্ঞানকে পরামর্শ বলা যায় না। এর একটি পারিভাষিক অর্থ আছে। তর্কসংগ্রহে পরামর্শের লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট বলেছেন — "ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞানং পরামর্শঃ"। অর্থাৎ ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্মতার জ্ঞানকে পরামর্শ বলে।

পরামর্শের লক্ষণ বাক্যটিতে দুটি অংশ আছে — (1) ব্যাপ্তি বিশিষ্ট এবং (2) পক্ষধর্মতা। ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট কথাটির অর্থ হচ্ছে "যা ব্যাপ্তি দ্বারা বিশেষিত" পক্ষধর্মতা কথাটির অর্থ "পক্ষের একটি ধর্ম হওয়া"। প্রথমটিতে বলা 'যা' শব্দের দ্বারা হেতু বা লিঙ্গ বোঝাচ্ছে। অতএব তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত পরামর্শের লক্ষণের এরূপ অর্থ হয় — "যা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট তাতে পক্ষধর্মতার জ্ঞান" অর্থাৎ পরামর্শের অর্থ হচ্ছে — "কোন অনুমানে সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে হেতুটি আছে, সেই হেতুটি অনুমানের পক্ষে আছে, সেই বিষয়ে জ্ঞান।" যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে, পর্বতটিতে ধূম আছে; সুতরাং পর্বতটিতে বহ্নি আছে" — এই অনুমানের 'সাধ্য' হচ্ছে বহ্নি, 'পক্ষ' হচ্ছে পর্বত, এবং হেতু হচ্ছে ধূম। যেখানে ধূম থাকে সেখানেই বহ্নি থাকে — এরূপ নিয়মটি হল ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি। তাই ধূম অর্থাৎ হেতুটিকে বহ্নি বা সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলা হয়ে থাকে। সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ঐ হেতু

Sunday 25

AUGUST
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Scanned with CamScanner

পর্বতে অর্থাৎ পক্ষে আছে। উভয়ের মিলিত অনুশীলন করার পরে আমাদের নিশ্চয় হয় যে আলোচ্য পর্বতটি বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমবান্। এরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানকেই পরামর্শ বলা হয়।

— X —

* ~~[illegible]~~

তর্কসংগ্রহে অনুমিতির যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে, তার বিরুদ্ধে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহদীপিকাতে কি অসুবিধা লক্ষ্য করেন? কিভাবে সেই অসুবিধা দূর করেন?

তর্কসংগ্রহে অনুমিতির লক্ষণ দেওয়া হয়েছে — "পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতিঃ" অর্থাৎ পরামর্শ থেকে উৎপন্ন যে জ্ঞান তাই অনুমিতি। যেমন — 'এই পর্বতে বহ্নি আছে' — এই জ্ঞান অনুমিতি বলে বিবেচ্য হবে যদি "এই পর্বতে ধূম আছে, যে ধূম বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট" এইরূপ পরামর্শ থেকে উৎপন্ন হয়।

অনুমিতির এই লক্ষণ প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট স্বয়ং তর্কসংগ্রহদীপিকাতে একটি সম্ভাব্য অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। অসুবিধাটি হল — উক্ত অনুমিতির লক্ষণটি সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। ফলে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষযুক্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু অনুমিতির লক্ষণটি শুধুমাত্র অনুমিতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হয়ে সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হচ্ছে।

বিশ্বনাথের ব্যাখ্যা হল — দূর থেকে কোনো একটি বস্তু দেখে প্রথমে ব্যক্তি নিশ্চিত হতে পারেন না যে ঐ বস্তুটি মানুষ না স্থাণু বা নিশ্চল বস্তু। এই বস্তুর আকৃতি মানুষ এবং স্থাণু উভয়েরই সাধারণ। ফলে দ্রষ্টার মনে সন্দেহ জাগে। পরক্ষণে যখন সে বুঝতে পারে যে বস্তুটি হস্তপদযুক্ত এবং তা একজন মানুষেরই হতে পারে তখনই তার সন্দেহ দূর হয়ে যায়। এরপর নিশ্চিতভাবে তার বোধ হয় যে, ঐ বস্তুটি একজন মানুষ; স্থাণু নয়। এইরূপ বোধকেই দীধিতিকার সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষ বলা হয়েছে। এখন এই বোধ বা প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণ বস্তুটির এমন কতকগুলি ধর্ম আছে যেগুলি মানুষের বৈশিষ্ট্যের সাথে সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়। পারিভাষিক ভাষায় বলা যায় ঐ রূপ প্রত্যক্ষের কারণ হচ্ছে "মনুষ্যত্বের ব্যাপ্তিযুক্ত কোনো কিছু দ্বারা বিশেষিত একটি ধর্মের জ্ঞান"। অতএব সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষ এমন একটি জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয় যার নাম পরামর্শ। তাহলে অনুমিতিকে যদি পরামর্শজনিত একপ্রকার জ্ঞান বলা হয় তবে সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষও পরামর্শজনিত জ্ঞান। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষকে অনুমিতি বলে স্বীকার করেন না। সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষ একপ্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ফলে তর্কসংগ্রহ প্রদত্ত অনুমিতির লক্ষণ অতিব্যাপ্তি দোষযুক্ত।

যদি বলা হয়, সংশয়পরবর্তী ঐ প্রত্যক্ষটি অনুমিতি তাহলে অনুমিতির লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হবে না। কিন্তু অন্নংভট্ট তা স্বীকার করেন নি; কারণ কোনো একটি মানস অবস্থা প্রত্যক্ষ বা অনুমিতি কিনা তা স্থির করা হয় 'অনুব্যবসায়' দ্বারা। আলোচ্য প্রসঙ্গে সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষের

AUGUST
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

যাই হয় অ-পরোক্ষ বা ~~পরো~~ পরোক্ষ জ্ঞান বলে। কিন্তু অনুমিতির ক্ষেত্রে পরোক্ষ জ্ঞান বলেই অনুভব হয়। ফলে সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যে বেশি তা যে এবং প্রবরের অনুমিতি- এদের পার্থক্য করা যায় না। ফলে অতিব্যাপ্তি দোষকে উপেক্ষা করা যাচ্ছে না।

সুতরাং 'পরামর্শজন্য জ্ঞানকে অনুমিতি বলে — অনুমিতির এই লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষযুক্ত। দীপিকাতে অন্নংভট্ট বলেছেন তর্কসংগ্রহে অনুমিতির লক্ষণে পরামর্শ শব্দটিতে, তিনি বলতে চেয়েছেন পক্ষতা সহকৃত পরামর্শের কথা। অর্থাৎ অনুমিতির লক্ষণটি দীপিকা অনুসারে হবে- "পক্ষতাসহকৃত পরামর্শজন্যং জ্ঞানম্ অনুমিতিঃ"। এই সংশোধিত লক্ষণটি সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্ত হয় না। সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষ পরামর্শ জন্য হলেও তা পক্ষতা সহকৃত পরামর্শ জন্য নয়। ফলে অনুমিতির লক্ষণে যে অতিব্যাপ্তি দোষের অভিযোগ আনা হয়েছিল তা খণ্ডিত হল।

—x—